ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৭২৫
আগরতলা, ১২ জানুয়ারি, ২০২৬

বিরসা মুন্ডা ফুটবল প্রতিযোগিতা সমাপ্ত

ক্রীড়া দপ্তর এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে ১৪টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরী করা হয়েছে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৪ দিনব্যাপী ভগবান বিরসা মুন্ডা আন্ত: জনজাতি হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে বালিকা বিভাগে গোমতী জেলা দল ৫-০ গোলে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়। এরপর বালক বিভাগে গোমতী জেলা দল ৬-০ গোলে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় জাতীয় যুব দিবস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ভগবান বিরসা মুন্ডা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ছোট হলেও আমাদের রাজ্য খেলাধুলায় এগিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন মন্দিরে বসে না থেকে, পূজার্চনা না করে মাঠে ফুটবল খেললে অনেক লাভবান হবে। এতে শরীর, মন ও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করলে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, গত ৫ বছরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগের সরকারের সময় এরূপ সাফল্য ছিলনা। ইতিমধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে ১৪টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরী করা হয়েছে। এই মাঠগুলি শুধু শহরকেন্দ্রিক এলাকায় নয় জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা কিল্লা, জম্পুইজলা, গঙ্গানগর প্রভৃতি প্রত্যন্ত স্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে জাতীয়স্তরে জনজাতি ফুটবল প্রতিযোগিতা উড়িশায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে আমাদের রাজ্যের জনজাতি অংশের মেয়েরা তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল। তিনি বলেন, পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলের দেবিকা রিয়াং ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। রাজ্যের যেসকল খেলোয়াড় জাতীয়স্তরে বিভিন্ন খেলাধুলায় স্বর্ণ, রূপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে তাদেরকে যথাক্রমে ১ লক্ষ টাকা, ৫০ হাজার টাকা ও ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। যারা ভাল খেলোয়াড় তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী ট্যালেন্ট সার্চ স্কিমে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। তিনি রাজ্যের খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রতিযোগিতার শেষে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ অতিথিগণ বালক ও বালিকা বিভাগে উভয় চ্যাম্পিয়ান দলকে ১ লক্ষ টাকা করে চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন। এছাড়া অতিথিগণ বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে প্রথম রানার্স আপ দলকে ৭৫,০০০ টাকা করে চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন। এছাড়া ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় রানার্স আপ (থার্ড পজিশন) দক্ষিণ জেলা দলকে ৫০ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন। বালিকা বিভাগে দ্বিতীয় রানার্স আপ (থার্ড পজিশন) ধলাই জেলা দলকে ৫০ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন।

******২য় পাতায়

এছাড়াও টুর্নামেন্টের বালিকা বিভাগে টপ স্কোরার মেতা জমাতিয়াকে এবং বালক বিভাগে টপ স্কোরার কিষাণজিত রিয়াংকে ১০ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র, বালিকা বিভাগে বেস্ট গোলকিপার টিনা জমাতিয়াকে এবং বালক বিভাগে বেস্ট গোলকিপার বিসিরাম দেববর্মাকে ১০ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র, বালিকা বিভাগে বেস্ট পারফর্মার শুক্লারাণী দেববর্মাকে এবং বালক বিভাগে বেস্ট পারফর্মার সুমন জমাতিয়াকে ১০ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র, বালিকা বিভাগে ১১ জন বেস্ট বালিকাকে ১ হাজার টাকা, ট্রফি ও শংসাপত্র, বালক বিভাগে বেস্ট ১১ জন বালককে ১ হাজার টাকা, ট্রফি ও শংসাপত্র, বালিকা বিভাগে ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড দামছড়া এসটি গার্লস হোস্টেলকে এবং বালক বিভাগে ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড খোয়াই গভ: এসটি বয়েজ হোস্টেলকে ২৫ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র, বালিকা বিভাগে ফার্স্ট রানার আপ ডনবস্কো এসটি গার্লস হোস্টেল (ইন্ডিভিজিওয়্যাল ম্যাডেল), বালিকা বিভাগে ফার্স্ট রানার আপ (টিম ট্রফি) ডনবস্কো এসটি গার্লস হোস্টেলকে, বালক বিভাগে ফার্স্ট রানার আপ (ইন্ডিভিজিওয়্যাল ম্যাডেল) ডনবস্কো এসটি বয়েজ হোস্টেল, বালক বিভাগে ফার্স্ট রানার আপ (টিম ট্রফি) সিপাহীজলাকে অতিথিগণ পুরস্কৃত করেন। এছাড়া অতিথিগণ বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান (ইন্ডিভিজিওয়্যাল ম্যাডেল) অম্পিনগর এসটি গার্লস হোস্টেল, বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান (টিম ট্রফি) অম্পিনগর এসটি গার্লস হোস্টেল, বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ান (ইন্ডিভিজিওয়্যাল) কেবিআই এসটি বয়েজ হোস্টেল এবং বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ান (টিম ট্রফি) কেবিআই এসটি বয়েজ হোস্টেলকে পুরস্কৃত করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব কে শশীকুমার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা কেশব কর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

******